The Financial Express

2 2 JUL 2026

# Foreign, textile ministries move to boost jute exports

FE REPORT

The government has launched a joint initiative to revitalise Bangladesh's jute sector through stronger economic diplomacy, export promotion and market diversification, announcing the formation of a Joint Working Group (JWG), and plans to organise an international jute expo.

The decisions came at a coordination meeting titled 'Strategic Economic Diplomacy and Export Expansion for Bangladesh's Jute Sector', jointly organised by the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Textiles and Jute in Dhaka on Tuesday.

State Minister for Foreign Affairs Shama Obaed Islam and State Minister for Textiles and Jute Md. Shariful Alam jointly announced the new initiatives, aimed at restoring the global glory of Bangladesh's "golden fibre".

The meeting was attended by the secretaries of the two ministries, senior government officials, representatives from the Department of Jute, industry leaders, research institutions and development partners.

Addressing the meeting, Shama Obaed Islam reiterated the government's commitment to revitalising the jute sector and stressed the need to organise national and international exhibitions to promote jute and jute products in global markets.

She highlighted the role of economic diplomacy in expanding exports, saying that Bangladesh's missions abroad would be actively engaged in promoting the country's jute industry and identifying new export opportunities.

State Minister Shariful Alam thanked the Ministry of Foreign Affairs for initiating the collaboration and underscored the importance of close coordination between the two ministries and the private sector to enhance jute production, processing, value addition and market diversification.

According to the decisions taken at the meeting, the proposed Joint Working Group will prepare a national roadmap for jute exhibitions, identify and address trade barriers affecting the sector, facilitate the establishment of dedicated jute-research centres, promote the adoption of modern technologies and monitor the progress in jute-mill modernisation.

The proposed International Jute Expo will bring together domestic and international buyers, researchers and investors to showcase Bangladesh's jute products and strengthen the country's position in global markets.

The meeting also discussed the setting up of mandatory jute-display centres and gift shops at Bangladesh's international airports to promote locally made jute products among foreign visitors.

Participants further emphasised the need for early implementation of a project to introduce jute-made school bags for primary school students as part of efforts to increase domestic use of environment-friendly products.

Another key priority discussed was achieving self-sufficiency in jute-seed production within the next three years by reducing dependence on imports through expanded domestic production.

The two ministries reaffirmed their commitment to working together to modernise the jute sector, ensure fair prices for farmers and position Bangladesh as a reliable global supplier of sustainable, climate-friendly jute-based products.

*mirmostafiz@yahoo.com*

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Financial Express

22 JUL 2026

# NBR plans fully automated VAT refund system

DOULOT AKTER MALA

*Leather and jute exporters may shift from manual refunds*

The National Board of Revenue (NBR) is considering abolishing the manual VAT- refund mechanism for leather and jute exporters, bringing the process fully under the automated e-VAT system to improve transparency, reduce revenue risks and clear long-pending refund claims.

The move is also aimed at shifting away from the Duty Exemption and Drawback Office (DEDO).

However, the total amount of outstanding refund claims for the two sectors has yet to be compiled by the relevant NBR desk.

According to an internal NBR note dated July 7, 2026, the VAT Implementation Wing has proposed cancelling a General Order under the VAT Act that allows VAT refunds on raw materials used in jute and leather products to be processed manually through the Duty Exemption and Drawback Office (DEDO).

The note, sent to the VAT Policy Wing, states that exporters are now receiving VAT refunds through the online e-VAT platform, where refunds are processed automatically using e-Challan data and information from the respective VAT commissionerates.

Officials said maintaining a parallel manual refund system could make it difficult to verify the authenticity of refund claims and create potential revenue risks.

Under the proposal, exporters seeking VAT refunds would instead receive payments through their respective VAT commissionerates using the automated data identification system.

The internal note, signed by NBR Member (VAT Implementation and IT) Syed Mushfequr Rahman, also recommends holding consultations with trade bodies representing the jute and leather sectors before a final decision is taken.

The proposal reflects the revenue board's broader effort to digitise VAT administration, minimise manual intervention and strengthen oversight of refund claims

I SEE PAGE 7 COL 1

FROM PAGE 6 COL 3

through the e-VAT system.

If approved, the decision would end a special refund arrangement introduced in March 2023 and make the automated e-VAT platform the sole channel for VAT refunds for exporters in the jute and leather sectors.

"We have to process all VAT refunds through VAT returns only, through our e-VAT system. Claimants will receive the refund in their designated bank accounts through IBAS++ after approval by the e-VAT system. No physical contact will be needed," Syed Mushfequr Rahman told the Financial Express.

Since VAT returns are submitted to VAT circles, all VAT refunds should be processed by the VAT commissionerates rather than DEDO, he said.

However, DEDO will continue to process refunds of customs duty and regulatory duty through manual verification until the system is automated under the NBR's Strengthening Revenue Mobilisation Project (SRMP), he added.

A senior customs official said there are legal complexities surrounding the refund process because DEDO does not have access to VAT returns required to assess refund claims.

He said ambiguities between the VAT Act and the VAT Rules also prevent DEDO from processing VAT refund claims.

Reza-e-Azam, Secretary General of the Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA), said jute exporters have long-standing VAT refund claims pending. However, as jute exporters are exempt from paying VAT, many failed to submit nil VAT returns.

In such cases, he suggested that the NBR allow jute exporters to receive their previous refund claims through DEDO before shifting fully to the automated e-VAT system from 2026.

He, however, welcomed the move towards an automated refund system, saying it would minimise physical visits to tax offices and enable exporters to receive refunds more quickly.

*doulotakter11@gmail.com*

ঢাকা।

প্রথম আলো

22 JUL 2026

# মাছ চাষে নতুন উদ্যোগ

**সুখবর**

২০২২ সালে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহায়তায় পাঁচ বছর মেয়াদি 'ফুডটেক বাংলাদেশ' কর্মসূচি শুরু হয়।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ময়মনসিংহ*

দেশে টেকসই, প্রযুক্তিনির্ভর ও বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক মাছ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ময়মনসিংহের তারাকান্দায় 'অ্যাকুয়াকালচার সেন্টার অব এক্সিলেন্স' চালু করেছে ফুডটেক বাংলাদেশ। উদ্যোক্তাদের আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে এ কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার তারাকান্দা উপজেলার বানিহালা ইউনিয়নের মাঝিয়ালি গ্রামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অনুষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, মৎস্যচাষিসহ প্রায় ২০০ জন অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লাখ টনের বেশি মাছ উৎপাদিত হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি সম্ভাবনার তুলনায় আয় এখনো কম। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণ এবং রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যেই ২০২২ সালে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহায়তায় পাঁচ বছর মেয়াদি 'ফুডটেক বাংলাদেশ' কর্মসূচি শুরু হয়। লারিভ ইন্টারন্যাশনাল ও লাইটক্যাসল পার্টনার্সের বাস্তবায়নে পরিচালিত এ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষামূলক চাষ ও বাজারসংযোগ উন্নয়নে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত জরিস ভ্যান বোমেল বলেন, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মাছ উৎপাদনকারী দেশ। তবে উৎপাদনশীলতা, গুণগত মান এবং টেকসই মৎস্য চাষে আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের যৌথ উদ্যোগে আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ব্যবহার করে কৃষকদের উৎপাদন ও আয় বাড়ানো সম্ভব।

সীমিত জমি ব্যবহার করেও কীভাবে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন করা সম্ভব, নেদারল্যান্ডস তা করে দেখিয়েছে বলে মন্তব্য করেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদ কনক। তিনি বলেন, দেশ এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে এবং কম সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে অধিক খাদ্য উৎপাদন করা যায়, সে বিষয়ে নতুন করে ভাবতে পারে। মৎস্য অধিদপ্তর গবেষক, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা প্রদানে সর্বদা প্রস্তুত।

অনুষ্ঠানে লারিভ ইন্টারন্যাশনালের প্রকল্প ব্যবস্থাপক রজিয়ার বেকার এবং ফিশটেক বাংলাদেশ লিমিটেডের জ্যেষ্ঠ কারিগরি কর্মকর্তা (গবেষণা ও উন্নয়ন) ইমরান হোসেন ও সহকারী ব্যবস্থাপক আরিফুল ইসলাম বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন। এতে 'ফুডটেক বাংলাদেশ' প্রকল্পের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে ইন-পন্ড রেসওয়ে সিস্টেম ও রিসার্কুলেটিং অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম প্রযুক্তির কার্যকারিতা তুলে ধরা হয়। প্রদর্শনীতে দেখানো হয়, এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে একই পানি পুনর্ব্যবহার করে কম জায়গায় কয়েক গুণ বেশি মাছ উৎপাদন সম্ভব, পাশাপাশি পানি ও খাদ্যের অপচয়ও কমে।

কার্যক্রম দেখতে আসা তারাকান্দার বালিয়া গ্রামের মাছচাষি মাহবুব আলম ১৮ বছর ধরে মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, আধুনিক এ প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি ঘনত্বে মাছ চাষ করা সম্ভব।

আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, ফুডটেক বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ৬০ টির বেশি প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। অনলাইন ও সরাসরি মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার ৪০০ মৎস্যচাষিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি খামার ব্যবস্থাপনায় 'অ্যাকুয়া কোচ' নামে একটি ডিজিটাল অ্যাপও ব্যবহার করা হচ্ছে।

সভাপতিত্ব করেন ফিশটেক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান খন্দকার ফরহাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখার পরিচালক এস এম রেজাউল করিম, মৎস্য অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ বিভাগীয় পরিচালক নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এবং ফিশটেক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আতাউল করিম ভূঁইয়া।

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় 'অ্যাকুয়াকালচার সেন্টার অব এক্সিলেন্স'-এর কার্যক্রম ঘুরে দেখেন অতিথিরা। মঙ্গলবার দুপুরে তোলা। ছবি : প্রথম আলো

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

প্রথম আলো

22 JUL 2026

সংস্থাটির সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী

# অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করবে বিএফটিআই

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

খন্দকার আবদুল মুক্তাদির

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বাণিজ্য আইন, অর্থনৈতিক গবেষণা ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটকে (বিএফটিআই) শক্তিশালী জাতীয় 'থিঙ্কট্যাংক' হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতির বাজার পরিস্থিতি, বাণিজ্যিক প্রবণতা, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে নিয়মিত গবেষণা করবে বিএফটিআই। এসব গবেষণা সরকারের নীতিনির্ধারণ এবং বেসরকারি খাতের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

রাজধানীর বিএফটিআই সম্মেলনকক্ষে গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ৬৩তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় সভাপতির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিকে এ তথ্য জানানো হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেশের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষায় বৈশ্বিক বাণিজ্যব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাজার ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে গভীর গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যেই বিএফটিআইকে নতুন পরিকল্পনায় আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিয়ে আমাদের কোনো সংকট নেই, প্রয়োজন ছিল দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনার। এখন সেই জায়গায় কাজ শুরু হয়েছে।'

সভায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, বাণিজ্যসচিব মো. আতাউর রহমান খান, ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ, বিএফটিআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব ) সাইফ উদ্দিন আহমেদ এবং বিএফটিআই পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।